তারিখ 12 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

একাডেমিক গ্রন্থাগার জরুরি

এমদাদ হোসেন ভূঁইয়া

দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রধানত দু'টি ধারা (পথ) চালু আছে। এক. সাধারণ শিক্ষা ও দুই. ধর্মীয় (মাদরাসা) শিক্ষা। সন্তানকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে হলে এই দুটি ধারার একটি বেছে নিতে হবে। সাধারণ ধারায় একজন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (কলেজ) ও স্নাতকোত্তর (বিশ্ববিদ্যালয়) - এই ছয়টি স্তর পার হতে হয়। ধর্মীয় লাইনেও ভিন্ন নামে একইভাবে শিক্ষার স্তরগুলো অতিক্রম করতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল ও দাখিল মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটিতে তিন দশকের বেশি সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অবিভভাবক ও প্রশাসনের (শিক্ষা) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে উঠাবসার সুযোগ হয়েছে। সবসময় জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শিক্ষা পদ্ধতির অনেক কিছুই দেখার সুযোগ হয়েছে। আজ কেবল একটি বিষয়ে আলোকপাত করবো। সেটা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'একাডেমিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা'। বর্তমানে পাসের হার ও জিপিএ-৫ দু'টোই বেড়েছে। শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ অর্জিত হচ্ছে না। তাই খবরের কাগজে দেখতে পাই, 'জিপিএ-৫ পেয়েও কলেজ পায়নি সাড়ে ছয় হাজার শিক্ষার্থী' (যুগান্তর, ৬ জুন ২০১৭)। কোথায় যেন একটা মস্ত বড় 'গ্যাপ' রয়েছে। কেউ ধরতে পারছেনা, কিংবা পারলেও মুখ খুলছে না। দেশের সর্বনাশ যা হবার, হচ্ছে। ইতিপূর্বে দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় একবার মাত্র দু'জন শিক্ষার্থী ইংরেজিতে পাস করেছিল। এসবের কারণ, শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ের বাইরে বাড়তি বই এবং খবরের কাগজ পড়ে না। দেশ-কাল-সমাজের হালফিল জানে না। ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকতে পারে না। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষকরাও বই পড়েন না। রুটিন মাফিক স্কুলে যাওয়া-আসা, পরীক্ষা নেয়া, খাতা দেখা, কোচিং-প্রাইভেট করে বাড়তি আয়ের দিকে ঝোঁক বেশি। সুতরাং তাদেরকে 'আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর' বলা যাবে কী না, তা নতুন করে ভাবতে হবে। আরেক উপসর্গ শুরু হয়েছে, ক্লাস কামাই করে সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে যোগদান। বিশেষ মহলের নেক-নজর পেতে তোষামোদী, মোসাহেবীতে ব্যস্ত থাকা। হ্যা, ব্যতিক্রম যে নেই, তা বলছি না। সে রকম আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। আমরা মনে করি, স্কুল-মাদরাসার শিক্ষকদের কারও রাজনৈতিক দলে টানা উচিত নয়। নির্বাচন এলে নিজেদের বিবেক খাটিয়ে পছন্দের প্রার্থী বেছে নেবেন, বিষয়টি তাদের ওপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। যাহোক, বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হাইস্কুল এবং দাখিল মাদরাসায় 'সহকারি গ্রন্থাগারিকে পদ' সৃষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাইস্কুল গ্রন্থাগারিকের পদটি এমপিওভুক্ত, কিন্তু মাদারাসারটি নয়। একযাত্রায় দুই ফল মোটেই কাম্য নয়। অবিলম্বে এই বৈষম্যের অবসান চাই। এবার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইবতেদায়ী মাদরাসা স্তরে (স্কুল/মাদারাসা) সহকারি গ্রন্থাগারিকের পদ চালুর প্রস্তাব করছি। শুধু পদ চালু করলেই হবে না। গ্রন্থাগারের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ, আসবাবপত্র লাগবে। রুটিনে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ক্লাস' অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সর্বোপরি প্রতি বছর বই কেনার বরাদ্দ দিতে হবে। অবকাঠোমো (ভবন) নির্মাণের জন্য সরকার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। শিক্ষকদের বেতন বাবদ কোটি কোটি ব্যয় করে। কিন্তু স্কুল/মাদরাসা গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য সরকার থেকে কোন বরাদ্দ নেই। আলেকজাণ্ডার বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, 'সত্যিই সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ।' তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, হাইস্কুলের মতো দাখিল মাদারাসার সহকারি গ্রন্থাগারিকের পদটি এমপিওভুক্ত, দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সহকারি গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করুন। একাডেমিক গ্রন্থাগার খুবই জরুরি।

লেখক সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থসুহৃদ সমিতি ও বেরাইদ মুসলিম হাইস্কুল।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........
তারিখ........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর